Registered No. WB/SC-247 *রেজিস্ট্রী নংঃ ডব্লু.বি/এস.সি-247*

सत्यमेव जयते

Kolkata Gazette
কলকাতা গেজেট

EXTRAORDINARY
বিশেষ

PART III
ভাগ ৩

Published by Authority
প্রাধিকারবলে প্রকাশিত

No. 5 **KOLKATA, THURSDAY, MAY 16, 2024** **[VAISAKHA 26, 1946 (SAKA)**
নং ৫ **কলকাতা, বৃহস্পতিবার, ১৬ মে, ২০২৪** **[২৬শে বৈশাখ, ১৯৪৬ (শক)**

বিধি বিভাগ

কলকাতা, ১৬ই মে, ২০২৪/২৬শে বৈশাখ, ১৯৪৬ (শক)

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল লোকায়ুক্ত অ্যাক্ট, ২০০৩-এর বঙ্গানুবাদ এতদ্দ্বারা রাজ্যপালের প্রাধিকারাধীনে প্রকাশিত হইতেছে।

প্রদীপ কুমার পাঁজা

প্রধান সচিব
বিধি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

LAW DEPARTMENT

Kolkata, 16th May, 2024/Vaisakha 26, 1946 (Saka)

The translation in Bengali of The West Bengal Lokayukta Act, 2003 is hereby published under the authority of the Governor of West Bengal.

Pradip Kumar Panja

Principal Secretary
Law Department
Government of West Bengal

পশ্চিমবঙ্গ লোকায়ুক্ত আইন, ২০০৩
(২০০৩-এর পশ্চিমবঙ্গ ৩৫ আইন)

[২০২৩-এর পশ্চিমবঙ্গ ৫ আইন পর্যন্ত সংশোধিত]

পশ্চিমবঙ্গে সরকারী কৃত্যনির্বাহীগণের বিরুদ্ধে দুর্নীতিগ্রস্ত আচরণের অভিকথন করিয়া নাগরিকগণ কর্তৃক কৃত অভিযোগসমূহের তদন্ত করিতে লোকায়ুক্ত প্রতিষ্ঠানের স্থাপন এবং তৎসহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের ব্যবস্থাকরণার্থ আইন।

যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে সরকারী কৃত্যনির্বাহীগণের বিরুদ্ধে দুর্নীতিগ্রস্ত আচরণের অভিকথন করিয়া নাগরিকগণ কর্তৃক কৃত অভিযোগসমূহের তদন্ত করিতে লোকায়ুক্ত প্রতিষ্ঠানের স্থাপন এবং তৎসহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের ব্যবস্থা করা সঙ্গত;

অতএব, ইহা, ভারত সাধারণতন্ত্রের চুয়ান্নতম বর্ষে পশ্চিমবঙ্গের বিধানমণ্ডল কর্তৃক, এতদ্দ্বারা নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইল ঃ

সংক্ষিপ্ত নাম ও প্রারম্ভ।

১। (১) এই আইন পশ্চিমবঙ্গ লোকায়ুক্ত আইন, ২০০৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে প্রসারিত হইবে।

(৩) ইহা, রাজ্য সরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্দিষ্ট করিবেন, সেই তারিখ হইতে বলবৎ হইবে।

সংজ্ঞার্থ।

২। এই আইনে, প্রসঙ্গতঃ অন্যথা আবশ্যক না হইলে, —

(১) ''ব্যবস্থাগ্রহণ'' বলিতে কোন সরকারী কৃত্যনির্বাহী কর্তৃক তাঁহার সরকারী কৃত্য নির্বাহে বা উহা নির্বাহ করিবার অভিপ্রেতে গৃহীত ব্যবস্থাকে বুঝায়;

(২) ''মুখ্যমন্ত্রী'' বলিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রীকে বুঝায়;

(৩) কোন সরকারী কৃত্যনির্বাহী সম্পর্কে, ''ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকারী'' বলিতে —

(i) মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষেত্রে, রাজ্য বিধানসভাকে বুঝায়;

(ii) কোন মন্ত্রীর ক্ষেত্রে, মুখ্যমন্ত্রীকে বুঝায় ঃ

তবে, ভারতের সংবিধান-এর অনুচ্ছেদ ৩৫৬ অনুযায়ী প্রচারিত কোনও উদ্‌ঘোষণার সংক্রিয়ার সময়সীমাকালে, রাজ্যপালকে বুঝায়;

(iii) রাজ্য বিধানসভার কোন সদস্যের ক্ষেত্রে রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষকে বুঝায়।

ব্যাখ্যা।— বিধানসভার অধ্যক্ষ, মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতার সহিত পরামর্শক্রমে কার্য করিবেন;

(iv) গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপ-প্রধান ও সদস্যগণ এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহকারী সভাপতি ও সদস্যগণের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট জেলার জিলা পরিষদের সভাধিপতিকে বুঝায়;

ধারা ২ (iv), (v), (vi) ও (vii) ২০০৭-এর পশ্চিমবঙ্গ ১৫ আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(v) ক্ষেত্রানুযায়ী জিলা পরিষদ অথবা মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি, সহকারী সভাধিপতি ও সদস্যগণের ক্ষেত্রে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত-মন্ত্রীকে বুঝায়;

(vi) ক্ষেত্রানুযায়ী পৌরসভা অথবা পৌরনিগমের কাউন্সিলার, চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান ও চেয়ারম্যান-পারিষদের সদস্যগণ, মহানাগরিক, উপ-মহানাগরিক, মহানাগরিক-পারিষদের সদস্য এবং কমিশনারের ক্ষেত্রে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পৌরবিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত-মন্ত্রীকে বুঝায়;

(vii) সরকারী কর্মচারীর ক্ষেত্রে, রাজ্য সরকারকে বুঝায়;

(৪) কোন সরকারী কৃত্যনির্বাহী সম্পর্কে ''অভিযোগ'' বলিতে কোনও ব্যক্তি কর্তৃক লিখিতভাবে কৃত এরূপ অভিকথন বুঝায় যে, ঐরূপ সরকারী কৃত্যনির্বাহী, তাঁহার সরকারী কৃত্য নির্বাহে বা নির্বাহ করিবার অভিপ্রেতে দুর্নীতিগ্রস্ত আচরণের জন্য দোষী হইয়াছেন;

(৫) ''দুর্নীতিগ্রস্ত আচরণ'' বলিতে বুঝায় যে, সরকারী কৃত্যনির্বাহী, তাঁহার যেকোনও কার্যের ক্ষেত্রে বিত্তীয় অখন্ডতার ইচ্ছাকৃত অভাবের জন্য এবং/অথবা ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে ক্ষমতার ইচ্ছাকৃত অপব্যবহারের জন্য দোষী হইয়াছেন;

(৬) ''রাজ্যপাল'' বলিতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের রাজ্যপালকে বুঝায়;

(৭) ''ক্ষোভ'' বলিতে কোন ব্যক্তি কর্তৃক কৃত কোন দাবিকে বুঝায়, যাহা, কোন সরকারী কৃত্যনির্বাহীকে যথাযথভাবে দত্ত কর্তব্যসমূহ তৎকর্তৃক সম্পাদনে তাঁহার ইচ্ছাকৃত ব্যর্থতা হেতু, তিনি অসমুচিত কষ্টের অবিচার ভোগ করেন;

(৮) ''লোকায়ুক্ত'' বলিতে ৩ ধারা অনুযায়ী ঐরূপে নিযুক্ত ব্যক্তিকে বুঝায়;

(৯) ''মন্ত্রী'' বলিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন মন্ত্রীকে বুঝায় এবং কোন উপ-মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী, উপ-মন্ত্রীকে অন্তর্ভুক্ত করে;

(১০) ''প্রজ্ঞাপন'' বলিতে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত কোন প্রজ্ঞাপন বুঝায়;

(১১) ''সরকারী কর্মচারী'' বলিতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কার্যাবলী সম্পর্কে সেবা করিতেছেন বা করিয়াছেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে কোন অনুশাসনিক বা দণ্ডমূলক ব্যবস্থা যে কোন গুরুত্ব বা সংবিধিবদ্ধ নিয়ম অনুযায়ী গৃহীত বা পরিকল্পিত হয় নাই দুর্নীতি নিবারণ আইন, ১৯৮৮-র (২) ধারার (গ) প্রকরণ অনুযায়ী সংজ্ঞার্থ-নির্ণীত এরূপ কোন সরকারী কর্মচারীকে বুঝায়; ১৯৮৮-র ৪৯। ২০০৮-র পশ্চিমবঙ্গ ১৪ আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(১২) ''বিহিত'' বলিতে এই আইন অনুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলী দ্বারা বিহিত বুঝায়;

(১৩) ''সরকারী কৃত্যনির্বাহী'' বলিতে কোন ব্যক্তিকে বুঝায়, যিনি —

(i) মুখ্যমন্ত্রী বা কোন মন্ত্রী হন; ধারা ১৩ (iii) ২০০৭-এর পশ্চিমবঙ্গ ১৫ আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(ii) রাজ্য বিধানসভার কোন সদস্য হন;

(iii) (ক) হাওড়া পৌরনিগম আইন, ১৯৮০ ১৯৮০-র পশ্চিমবঙ্গ ৫৮ আইন।

(খ) কলকাতা পৌরনিগম আইন, ১৯৮০ ১৯৮০-র পশ্চিমবঙ্গ ৫৯ আইন।

(গ) শিলিগুড়ি পৌরনিগম আইন, ১৯৯০ ১৯৯০-এর পশ্চিমবঙ্গ ৩০ আইন।

(ঘ) আসানসোল পৌরনিগম আইন, ১৯৯০ ১৯৯০-এর পশ্চিমবঙ্গ ৩১ আইন।

(ঙ) চন্দননগর পৌরনিগম আইন, ১৯৯০ ১৯৯০-এর পশ্চিমবঙ্গ ৩২ আইন।

(চ) পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন, ১৯৯৩ ১৯৯৩-এর পশ্চিমবঙ্গ ২২ আইন।

(ছ) পশ্চিমবঙ্গ পৌর নির্বাচন আইন, ১৯৯৪ ১৯৯৪-এর পশ্চিমবঙ্গ ৩৪ আইন।

(জ) দুর্গাপুর পৌরনিগম আইন, ১৯৯৪ ১৯৯৪-এর পশ্চিমবঙ্গ ৫৩ আইন।

(ঝ) পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত নির্বাচন আইন, ২০০৩ ২০০৩-এর পশ্চিমবঙ্গ ২১ আইন।

অনুযায়ী অনুষ্ঠিত কোন নির্বাচনের ফলস্বরূপ কোন করণ বা পদে অধিষ্ঠিত হন;

(১৪) ''রাজ্য সরকার'' বলিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বুঝায়; ২০১৮-র পশ্চিমবঙ্গ ১৪ আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

লোকায়ুক্তের নিযুক্তি।

৩। (১) এই আইনের বিধানাবলী অনুসারে তদন্ত ও অনুসন্ধানসমূহ চালনা করিবার উদ্দেশ্যে, রাজ্যপাল, তাঁহার স্বাক্ষরিত ও সীলমোহরাঙ্কিত অধিপত্র দ্বারা, লোকায়ুক্ত নামে পরিচিত একজন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন।

তবে, লোকায়ুক্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ, বিরোধী দলনেতা এবং সংসদীয়বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত-মন্ত্রীর সহিত পরামর্শক্রমে মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া উপদেশের ভিত্তিতে রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন; ২০১৮-র পশ্চিমবঙ্গ ১৪ আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(২) কোন ব্যক্তি লোকায়ুক্তরূপে নিযুক্তির জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন হইবেন না, যদিনা তিনি হাইকোর্টের কোন জজ হইয়া থাকেন; ২০১৮-র পশ্চিমবঙ্গ ১৪ আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(৩) ২০১৮-র পশ্চিমবঙ্গ ১৪ আইন দ্বারা বাদ দেওয়া হইয়াছে। ২০১৮ আইন দ্বারা বাদ দেওয়া হইয়াছে।

(৪) এই আইনের অন্য কোন বিধানে যাহা কিছু অন্তর্ভূত আছে তৎসত্ত্বেও, অতীব ন্যায়পরায়ণতাসম্পন্ন ও খ্যাতনামা কোন ব্যক্তিকে লোকায়ুক্তরূপে নিযুক্ত করা যাইবে, যদি রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ, বিরোধী দলনেতা এবং সংসদীয়বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত-মন্ত্রীর সহিত পরামর্শক্রমে মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক ঐরূপ সুপারিশ কৃত হয়। ২০১৮-র পশ্চিমবঙ্গ ১৪ আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(৫) (ক) লোকায়ুক্ত পদে সাময়িক বা আকস্মিক শূন্যতা, অনধিক ছয়মাস সময়সীমার জন্য বিহিত নিয়মাবলী অনুসারে পূরিত হইবে।

(খ) যদি লোকায়ুক্ত ছয়মাস বা তাহার অধিক কোন সময়সীমা ধরিয়া তাঁহার কর্তব্য সম্পাদন করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে রাজ্যপাল ঐ পদটি শূন্য বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবেন ঃ

তবে, রাজ্যপাল ঐরূপ পদ-কে শূন্য বলিয়া ঘোষণা করিবার পূর্বে ঐরূপ লোকায়ুক্তের বক্তব্য শুনিবেন।

(গ) লোকায়ুক্তের মৃত্যু, পদত্যাগ, অবসর বা তাঁহাকে অপসারণের কারণে তাঁহার পদে ঘটিত পদশূন্যতা যথাসম্ভব শীঘ্র পূরিত হইবে, কিন্তু ঐরূপ পদশূন্যতা সংঘটনের তারিখ হইতে তিন মাস পর নহে।

লোকায়ুক্ত অন্য কোনও পদে অধিষ্ঠিত হইবেন না।

৪। লোকায়ুক্ত সংসদ বা কোনও রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সদস্য হইবেন না অথবা লোকায়ুক্তরূপে তাঁহার পদ ব্যতীত কোনও লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন না অথবা কোনও রাজনীতিক দলের সহিত সংশ্লিষ্ট হইবেন না অথবা কোনও কারবার চালাইবেন না বা কোন বৃত্তি অবলম্বন করিবেন না এবং তদনুসারে, লোকায়ুক্তরূপে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি, তাঁহার পদের কার্যভার গ্রহণ করিবার পূর্বে, —

(ক) যদি তিনি সংসদ বা কোনও রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সদস্য হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐরূপ সদস্যপদ হইতে পদত্যাগ করিবেন;

(খ) যদি তিনি লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাহা হইলে ঐরূপ পদ হইতে পদত্যাগ করিবেন;

(গ) যদি তিনি কোনও রাজনীতিক দলের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তৎসহিত তাঁহার সংসর্গ ছিন্ন করিবেন;

(ঘ) যদি তিনি কোনও কারবার চালাইয়া থাকেন, তাহা হইলে উহার চালনা ও ব্যবস্থাপনার সহিত তাঁহার সংসর্গ (তাঁহার মালিকানা পরিত্যাগ) ছিন্ন করিবেন; অথবা

(ঙ) যদি তিনি কোনও বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐরূপ বৃত্তি চালাইয়া যাওয়াকে নিলম্বিত করিবেন তাঁহার ঐ পদ-ধারণ কাল পর্যন্ত।

লোকায়ুক্তের পদের মেয়াদ।

৫। (১) লোকায়ুক্তরূপে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি (৩) উপধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, তিনি যে তারিখে তাঁহার পদের ভার গ্রহণ করেন সেই তারিখ হইতে তিন বৎসর সময়সীমার জন্য অথবা সত্তর বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত, এতদুভয়ের মধ্যে যাহাই পূর্বতর হইবে, তদবধি পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন;

তবে—

(ক) লোকায়ুক্ত, রাজ্যপালকে উদ্দেশ করিয়া নিজ স্বাক্ষরিত লিখন দ্বারা, তাঁহার পদ হইতে পদত্যাগ করিতে পারিবেন;

(খ) লোকায়ুক্ত ৬ ধারায় ব্যবস্থিত প্রণালীতে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত হইতে পারিবেন।

(২) লোকায়ুক্ত পদে আর অধিষ্ঠিত না থাকিলে, তিনি লোকায়ুক্তরূপে পুনরায় নিযুক্তির জন্য অথবা রাজ্য সরকার বা স্থানীয় প্রাধিকার বা বিশ্ববিদ্যালয় বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা নিগম বা সমিতি বা সমবায় সমিতি বা কোন সরকারী কোম্পানি অথবা কোন রাজ্য বিধি দ্বারা বা অনুযায়ী গঠিত অন্য কোন সংস্থা বা নিগমের অধীনে কোন নিয়োজনের জন্য অযোগ্য হইবেন।

ব্যাখ্যা।— যেক্ষেত্রে লোকায়ুক্তের মেয়াদ (৩) উপধারা অনুসারে প্রসারিত হইয়াছে, সেক্ষেত্রে (২) উপধারার বিধানাবলী ক্ষেত্রানুযায়ী কেবল পদের ঐরূপ প্রসারিত মেয়াদের সমাপনের উপর বা পদত্যাগের উপর বা লোকায়ুক্তের অপসারণের উপর প্রযোজ্য হইবে।

(৩) লোকায়ুক্তের পদের মেয়াদ, রাজ্যপাল তাঁহার স্বাক্ষরিত ও মুদ্রাঙ্কিত অধিপত্র দ্বারা তিন বৎসরের পদের প্রারম্ভিক মেয়াদের অবসানের পূর্বে অথবা তিন বৎসরের পদের মূল মেয়াদের অবসানের পর দুই বৎসরের মধ্যে প্রসারিত হইতে পারেঃ

তবে ৩ ধারার (১) উপধারার অনুবিধি, রাজ্যপাল কর্তৃক লোকায়ুক্তের পদের মেয়াদের ঐরূপ প্রসারণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে নাঃ

পরন্তু, তিন বৎসরের মূল মেয়াদের অবসানের পর রাজ্যপালের দ্বারা লোকায়ুক্তের পদের মেয়াদ প্রসারিত হইলে, পদের মেয়াদের ঐরূপ প্রসারণ রাজ্যপালের স্বাক্ষরিত ও মুদ্রাঙ্কিত অধিপত্র দ্বারা কৃত হইবে এবং তদুপরি পদের মেয়াদের প্রসারণ বলবৎ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবেঃ

অধিকন্তু পদের মেয়াদের ঐরূপ প্রসারণ, লোকায়ুক্ত পদে আসীন ব্যক্তি যে তারিখে সত্তর বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হন সেই তারিখের পর কোন ক্ষেত্রেই প্রসারিত করা যাইবে না।

লোকায়ুক্তের অপসারণ।

৬। (১) লোকায়ুক্তকে দুর্নীতিগ্রস্ত আচরণ বা অসমর্থতাসমেত প্রমাণিত কদাচারের হেতুতে অপসারণের জন্য, রাজ্য বিধানসভার সত্র চলিবারকালে উহার সর্বমোট সদস্যপদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের দ্বারা এবং সদনে উপস্থিত অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোট দ্বারা সমর্থিত রাজ্য বিধানসভার দ্বারা সমাবেদন ঐ একই সত্রে রাজ্যপালের নিকট উপস্থাপিত হইবার পর গৃহীত, রাজ্যপালের কোন আদেশ ব্যতীত লোকায়ুক্তকে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করা যাইবে না।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী কোন সমাবেদন উপস্থাপনের জন্য এবং লোকায়ুক্তের দুর্নীতিগ্রস্ত আচরণ বা অসমর্থতাসমেত তাঁহার কদাচারের তদন্ত ও প্রমাণের জন্য প্রক্রিয়া, জজ (অনুসন্ধান) আইন, ১৯৬৮-তে, কোন জজের অপসারণ সম্পর্কে, যেরূপ ব্যবস্থিত হইয়াছে ১৯৬৮-র ৫১। সেরূপ হইবে এবং তদনুসারে ঐ আইনের বিধানাবলী, প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ, ক্ষেত্রানুযায়ী কোন জজের অপসারণ সম্পর্কে যেরূপ প্রযুক্ত হয়, লোকায়ুক্তের অপসারণ সম্পর্কেও সেরূপে প্রযুক্ত হইবে।

যে বিষয়সমূহ লোকায়ুক্ত কর্তৃক তদন্ত হইতে পারে।

৭। (১) এই আইন অনুযায়ী সরকারী কৃত্যনির্বাহীগণের বিরুদ্ধে দুর্নীতিগ্রস্ত আচরণের অভিকথন করিয়া কৃত যেকোন অভিযোগের ভিত্তিতে প্রত্যেক তদন্ত ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকারীর পূর্বানুমোদনসহ লোকায়ুক্ত কর্তৃক প্রবর্ত্তিত হইবে।

(২) ২০১৮-র পশ্চিমবঙ্গ ১৪ আইন দ্বারা বাদ দেওয়া হইয়াছে। ২০০৭-এর পশ্চিমবঙ্গ আইন ১৫ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

যে বিষয়সমূহ লোকায়ুক্ত কর্তৃক তদন্ত সাপেক্ষ হইবে না।

৮। (১) লোকায়ুক্ত, —

(ক) সরকারী কর্মচারী (অনুসন্ধান) আইন, ১৮৫০ অনুযায়ী যে বিষয় সম্পর্কে কোন আনুষ্ঠানিক ও সরকারী অনুসন্ধানের আদেশ দেওয়া হইয়াছে, অথবা ১৮৫০-এর ৩৭।

(খ) যে বিষয় অনুসন্ধানের জন্য অনুসন্ধান কমিশন আইন, ১৯৫২ অনুযায়ী নিযুক্ত অনুসন্ধান কমিশনের নিকট প্রেষিত হইয়াছে তদ্বিষয়সমূহ সম্পর্কে কোনও সরকারী কৃত্যনির্বাহীর বিরুদ্ধে দুর্নীতিগ্রস্ত আচরণের অভিকথন করিয়া কৃত কোনও অভিযোগের তদন্ত করিবেন না, অথবা ১৯৫২-র ৬০।

(গ) ২০০৭-এর পশ্চিমবঙ্গ ১৫ আইন দ্বারা বাদ দেওয়া হইয়াছে।

(২) লোকায়ুক্ত কোনও সরকারী কৃত্যনির্বাহীর বিরুদ্ধে দুর্নীতিগ্রস্ত আচরণের অভিকথন করিয়া কৃত কোনও অভিযোগের তদন্ত করিবেন না, যদি ঐরূপ অভিযোগ, অভিযোগকৃত আচরণ যে তারিখে ঘটিয়াছে বলিয়া অভিকথিত হয় সেই তারিখ হইতে ছয়মাস অবসানের পর কৃত হয়ঃ ২০০৭-এর পশ্চিমবঙ্গ আইন ১৫ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

তবে, লোকায়ুক্ত, অভিযোগের বিলম্বের বিষয় সঠিকভাবে ব্যাখ্যাকৃত হইয়াছে অথবা ন্যায়বিচারের স্বার্থে ঐরূপ করা প্রয়োজন এরূপ ক্ষেত্রগত তথ্য ও অবস্থাসমূহ সম্পর্কে প্রতীতি হইবার পর, উহার বিলম্ব প্রমার্জনা করিতে পারিবেন এবং অভিযোগের তদন্ত করিতে পারিবেন।

(৩) লোকায়ুক্ত, কোন বিধি আদালত কর্তৃক কৃত উল্লেখের ভিত্তিতে ব্যতীত, ঐরূপ বিধি আদালত কর্তৃক বিচারপূর্বক মীমাংসাধীন কোনও বিষয়ের তদন্ত করিবেন না।

তদন্তের প্রতিবন্ধক।

৮অ। এই আইনের কোনও বিধানসমূহে যাহা কিছু অন্তর্ভূত আছে তৎসত্ত্বেও, লোকায়ুক্ত—

(ক) মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে, আইনশৃঙ্খলা সম্পর্কিত, দুর্নীতির অভিকথনের সহিত জড়িত বা তথ্য হইতে উদ্ভূত তৎসংশ্লিষ্ট কোনও বিষয়; এবং ২০১৮-এর পশ্চিমবঙ্গ ১৪ আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(খ) রাজ্য সরকারের পূর্বানুমোদন ছাড়া কোন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগের তদন্ত করিবেন না ঃ

তবে, (৭) ধারায় যাহা কিছু অন্তর্ভূত আছে তৎসত্ত্বেও, লোকায়ুক্ত ২ ধারার (৩) প্রকরণের (i) উপ-প্রকরণ অনুযায়ী ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকারীরূপে, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোট দ্বারা উহার অনুমোদনক্রমে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কোনও দুর্নীতির অভিকথনের সহিত জড়িত বা তথ্য হইতে উদ্ভূত বা তৎসংশ্লিষ্ট অন্য বিষয়সমূহ সম্পর্কিত কোনও অভিযোগের তদন্ত করিবেন।

অভিযোগ সম্পর্কিত বিধান।

৯। (১) এই আইনের সাপেক্ষে, যেকোন আচরণ সম্পর্কে যেকোন ব্যক্তি কর্তৃক লোকায়ুক্তের নিকট অভিযোগ করা যাইতে পারিবে ঃ

তবে, অভিযোগকারীর মৃত্যু বাধা হইবে না, যদি লোকায়ুক্ত যাঁহার আয়ত্তাধীনে বিষয়টি রহিয়াছে, তিনি বাঞ্ছা করেন, তাহা হইলে যেরূপ প্রয়োজন বিবেচনা করিবেন সেরূপ সহায়তায় তদন্তে অগ্রসর হইবেন।

(২) প্রত্যেক অভিযোগ যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ ফরমে কৃত হইবে এবং সেরূপ শপথপত্র দ্বারা সহগমিত হইবে।

তদন্ত সম্পর্কে প্রক্রিয়া।

১০। (১) যেক্ষেত্রে লোকায়ুক্ত প্রারম্ভিক অনুসন্ধানের ভিত্তিতে প্রতীতি হন যে, অভিযোগের তদন্ত হওয়া প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে তিনি—

(ক) জ্ঞাতার্থে সংশ্লিষ্ট সরকারী কৃত্যনির্বাহী ও ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকারীর নিকট অভিযোগের প্রতিলিপি ও ঐরূপ তদন্তের হেতুসমূহ প্রদর্শিত করিয়া বিবৃতির প্রতিলিপি প্রেরণ করিবেন;

(খ) ঐরূপ অভিযোগ বা বিবৃতির উপর তাঁহার মন্তব্যসমূহ প্রস্থাপিত করিবার সুযোগ সংশ্লিষ্ট সরকারী কৃত্যনির্বাহীকে প্রদান করিবেন; এবং

(গ) তিনি যেরূপ উপযুক্ত গণ্য করিবেন, তদন্তের প্রাসঙ্গিক দস্তাবেজসমূহের নিরাপদ অভিরক্ষা সম্পর্কে সেরূপ আদেশ প্রদান করিবেন।

(২) (ক) (১) উপধারায় উল্লিখিত প্রত্যেক প্রারম্ভিক অনুসন্ধান একান্তে কৃত হইবে এবং বিশেষতঃ, অভিযোগকারীর এবং ঐরূপ প্রারম্ভিক অনুসন্ধানের দ্বারা প্রভাবিত সরকারী কৃত্যনির্বাহীর পরিচিতি, ঐরূপ প্রারম্ভিক অনুসন্ধানের পূর্বেই হউক বা তৎকালেই হউক, প্রকাশ্য করা যাইবে না, কিন্তু (১) উপধারা অনুযায়ী কৃত প্রত্যেক অনুসন্ধানের ফল প্রকাশ্য করা যাইবে।

(খ) ঐরূপ প্রত্যেক তদন্ত যথাসম্ভব শীঘ্র সমাপ্ত করিতে হইবে, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই ঐরূপ তদন্তের সময়সীমা এক বৎসরের অধিক হইবে না।

(৩) (ক) এই ধারার পূর্বগামী বিধানাবলীতে অন্যথা যেরূপ ব্যবস্থিত আছে তদ্ব্যতিরেকে, তদন্ত করিবার প্রক্রিয়া, লোকায়ুক্ত ক্ষেত্রগত অবস্থাসমূহে যেরূপ যথাযোগ্য বিবেচনা করিবেন, সেরূপ হইবে, কিন্তু সর্বদা স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের নীতির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(খ) এই আইন অনুযায়ী তদন্তের উদ্দেশ্যে, লোকায়ুক্ত, রাজ্য সরকারের ঐকমত্যে, যেকোন আধিকারিক বা ঐ সরকারের পুলিশসমেত তদন্তকারী এজেন্সির পরিষেবার সদ্ব্যবহার করিতে পারিবেন এবং ঐরূপ আধিকারিক বা পুলিশসমেত তদন্তকারী এজেন্সি ঐরূপ সকল কার্য বা কর্ম করিবেন, যাহা ঐরূপ তদন্তের জন্য অত্যাবশ্যক হইবে।

২০০৭-এর পশ্চিমবঙ্গ ১৫ আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(৪) লোকায়ুক্ত, তাঁহার স্ববিবেচনায়, কোনও অভিকথন জড়িতকারী যেকোন অভিযোগের তদন্ত করিতে অস্বীকার করিতে বা উহা থামাইয়া দিতে পারিবেন, যদি তাঁহার অভিমতে,—

(ক) অভিযোগ তুচ্ছ বা বিরক্তিকর হয় অথবা উহা সরল বিশ্বাসে কৃত না হয়; অথবা

(খ) ক্ষেত্রানুযায়ী তদন্তের জন্য বা উহা অবিরত করিবার জন্য পর্যাপ্ত হেতু নাই; অথবা

(গ) অন্য প্রতিকারসমূহ অভিযোগকারীর নিকট প্রাপ্তিযোগ্য রহিয়াছে এবং ক্ষেত্রগত অবস্থাসমূহে, ইহা ঐরূপ প্রতিকারসমূহের প্রাপ্তিসাধ্য করিতে অভিযোগকারীর জন্য অধিক উপযুক্ত হইত।

(৫) যেক্ষেত্রে লোকায়ুক্ত কোন অভিযোগ গ্রহণ না করিবার সিদ্ধান্ত লইবেন অথবা কোনও অভিযোগ সম্পর্কে কোনও তদন্ত থামাইয়া দিবার সিদ্ধান্ত লইবেন, সেক্ষেত্রে তিনি তাঁহার কারণসমূহ অভিলিখিত করিবেন এবং উহা সংশ্লিষ্ট অভিযোগকারী, সরকারী কৃত্যনির্বাহী ও ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকারীকে সংজ্ঞাপিত করিবেন।

সাক্ষ্যপ্রমাণ।

১১। (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, এই আইন অনুযায়ী (তদন্তের পূর্বে প্রারম্ভিক অনুসন্ধান, কিছু থাকিলে, তৎসমেত) ঐরূপ কোনও তদন্তের উদ্দেশ্যে, লোকায়ুক্ত,

তাঁহার অভিমতে, তদন্তের জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য সরবরাহ করিতে বা দস্তাবেজ উপস্থাপন করিতে সক্ষম এরূপ কোনও সরকারী কর্মচারী বা অন্য কোনও ব্যক্তিকে ঐরূপ তথ্য সরবরাহ বা ঐরূপ দস্তাবেজ উপস্থাপন করিতে অনুজ্ঞাত করিতে পারিবেন।

(২) (প্রারম্ভিক অনুসন্ধানসমেত) ঐরূপ কোনও তদন্তের উদ্দেশ্যে, লোকায়ুক্তের, নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮ অনুযায়ী কোন মোকদ্দমার বিচার করিবারকালে দেওয়ানী আদালতের সকল ক্ষমতা থাকিবে, যথা :— ১৯০৮-এর ৫।

(ক) কোনও ব্যক্তির সমন ও উপস্থিতি বলবৎকরণ এবং তাঁহার শপথপূর্বক পরীক্ষাকরণ;

(খ) যেকোন দস্তাবেজের প্রকটন ও উপস্থাপন অনুজ্ঞাতকরণ;

(গ) শপথপত্রের ভিত্তিতে সাক্ষ্যগ্রহণ;

(ঘ) কোনও আদালত বা কার্যালয় হইতে কোনও সরকারী অভিলেখ বা উহার প্রতিলিপি অভিযাচন;

(ঙ) সাক্ষীগণের জবানবন্দী বা দস্তাবেজসমূহের পরীক্ষার জন্য কমিশন জারিকরণ;

(চ) যেরূপ বিহিত হইতে পারে, সেরূপ অন্যান্য বিষয়।

(৩) লোকায়ুক্তের সমক্ষে যেকোন কার্যবাহ ভারতীয় দণ্ড সংহিতা, ১৮৬০-এর ১৯৩ ধারার অর্থমতে বিচারিক কার্যবাহ বলিয়া গণ্য হইবে। ১৮৬০-এর ৪৫।

(৪) এই আইনবলে কোন ব্যক্তিকে, —

(ক) অন্য কোনও দেশের সরকার অথবা কোনও আন্তর্জাতিক সংগঠনের সহিত ভারতের সম্পর্কসমূহসমেত ভারতের নিরাপত্তা বা প্রতিরক্ষা বা আন্তর্জাতিক সম্পর্কসমূহের ক্ষুণ্ণ করিতে পারে, অথবা

(খ) রাজ্য সরকারের মন্ত্রী পরিষদ বা ঐ মন্ত্রী পরিষদের কোনও কমিটির কার্যবাহসমূহের প্রকাশে জড়িত হইতে পারে, এবং

(গ) কোন আদালতের সমক্ষে কোনও কার্যবাহের প্রদান করিতে বা উপস্থাপন করিতে তাঁহাকে বাধ্য করা হয় নাই এরূপ কোন সাক্ষ্য প্রদানে কোনও দস্তাবেজ উপস্থাপনে সেরূপ শ্রেণীর বা প্রবর্গের তথ্য, উত্তর বা প্রশ্ন দাখিল করিতে বা সেরূপ শ্রেণীর বা প্রবর্গের ততখানি দস্তাবেজ উপস্থাপন করিতে অনুজ্ঞাত বা প্রাধিকৃত করা যাইবে না।

(৫) (৪) উপধারার উদ্দেশ্যে, কোনও তথ্য বা উত্তর অথবা কোন দস্তাবেজের কোনও অংশ হইল (ক) প্রকরণ বা (খ) প্রকরণে বিনির্দিষ্ট শ্রেণীর বা প্রবর্গের তথ্য বা উত্তর অথবা কোন দস্তাবেজের কোনও অংশ এই মর্মে শংসিত করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যসচিব কর্তৃক প্রচারিত শংসাপত্র-ই নিশ্চায়ক ও বাধ্যকর হইবে।

লোকায়ুক্তের প্রতিবেদনসমূহ।

১২। (১) যদি, এই আইন অনুযায়ী কোনও ব্যবস্থাগ্রহণ সম্পর্কে কোনও অভিযোগের তদন্তের পর, লোকায়ুক্ত প্রতীতি হন যে, ঐরূপ অভিযোগ, সম্পূর্ণতঃ বা অংশত প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি লিখিত প্রতিবেদনে প্রাসঙ্গিক দস্তাবেজ, সারবানবিষয়সমূহ বা অন্যান্য সাক্ষ্যপ্রমাণসহ তাঁহার নির্ণয় ও সুপারিশসমূহ অভিলিখিত করিয়া উহা ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকারীর নিকট পাঠাইবেন।

(২) ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকারী, (১) উপধারা অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, উক্ত প্রতিবেদন পরীক্ষা করিবেন ও যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং লোকায়ুক্তকে জ্ঞাপিত করিবেন।

লোকায়ুক্তের বার্ষিক প্রতিবেদনসমূহ।

১৩। (১) লোকায়ুক্ত প্রত্যেক বৎসর এই আইন অনুযায়ী কৃত কার্যের উপর একত্রীকৃত প্রতিবেদন রাজ্য সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী বার্ষিক প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, রাজ্য সরকার, লোকায়ুক্তের সুপারিশসমূহের ভিত্তিতে গৃহীত ব্যবস্থার স্মারকলিপি এবং উহার সুপারিশসমূহের অ-গ্রহণের কারণসমূহ কিছু থাকিলে, তৎসহ প্রতিবেদনের প্রতিলিপি রাজ্য বিধানমণ্ডলের সমক্ষে স্থাপিত করাইবেন।

মিথ্যা অভিযোগের অভিযুক্তি।

২০০৭-এর পশ্চিমবঙ্গ ১৫ আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

১৪। (১) ১০ ধারায় অথবা এই আইনের অন্যত্র যাহা কিছু অন্তর্ভুক্ত আছে তৎসত্ত্বেও, যেকেহ ইচ্ছাকৃতভাবে বা বিদ্বেষপূর্বক এই আইন অনুযায়ী কোনও মিথ্যা অভিযোগ করিবেন, তিনি, দোষসিদ্ধির পর, এক বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে, কিন্তু অন্যূন তিনমাস হইবে এরূপ কারাবাসে দণ্ডনীয় হইবেন এবং দশ হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানার দায়িতাধীনও হইবেন।

(২) প্রথম শ্রেণীর বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ব্যতীত, কোন আদালত (১) উপধারা অনুযায়ী কোন অপরাধের প্রগ্রহণ করিবেন না।

(৩) ঐরূপ কোনও আদালত, ঐরূপ কোন অপরাধের প্রগ্রহণ করিবেন না, যদিনা ঐ অভিযোগ ক্ষেত্রানুযায়ী লোকায়ুক্তের পূর্বমঞ্জুরিক্রমে যাঁহার বিরুদ্ধে ঐ মিথ্যা অভিযোগ কৃত হইয়াছিল সেই ব্যক্তি কর্তৃক কৃত হয়।

(৪) ঐরূপ কোনও আদালত, মিথ্যা অভিযোগকারী ব্যক্তির দোষসিদ্ধির পর উহা যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন, জরিমানার অর্থপরিমাণ হইতে সেরূপ অর্থপরিমাণ ক্ষতিপূরণ বিপক্ষকে প্রদান করিতে পারিবেন।

লোকায়ুক্তের কর্মচারিগণ।

২০০৭-এর পশ্চিমবঙ্গ ১৫ আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

১৫। লোকায়ুক্ত, রাজ্য সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এই আইন অনুযায়ী কৃত্যসমূহ সম্পাদনে লোকায়ুক্তকে সহায়তা করিতে যেরূপ আবশ্যক হইবে সেরূপ আধিকারিক ও অন্যান্য কর্মচারীকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

তথ্যের মন্ত্রগুপ্তি।

১৬। (১) এই আইন অনুযায়ী কোনও প্রারম্ভিক অনুসন্ধান চলিবারকালে বা তৎউদ্দেশ্যে লোকায়ুক্ত অথবা তাঁহার কোনও আধিকারিক বা অন্য কর্মচারী কর্তৃক লব্ধ যেকোন তথ্য এবং ঐরূপ তথ্য সম্পর্কে অভিলিখিত বা সংগৃহীত যেকোন সাক্ষ্যপ্রমাণ, ১০ ধারার (২) উপধারার (ক) প্রকরণের বিধানাবলী সাপেক্ষে, গোপনীয়রূপে বিবেচিত হইবে, এবং ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২-এ যাহা কিছু অন্তর্ভূত আছে তৎসত্ত্বেও, কোন আদালতের ঐরূপ তথ্য সম্পর্কিত সাক্ষ্যপ্রমাণ দিতে বা ঐরূপে অভিলিখিত বা সংগৃহীত সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপন করিতে লোকায়ুক্তকে বা কোনও সরকারী কর্মচারীকে বাধ্য করিবার ক্ষেত্রাধিকার থাকিবে না।

১৮৭২-এর ১।

(২) (১) উপধারার কোন কিছুই—

(ক) কোনও তদন্ত অথবা ঐরূপ তদন্তের ভিত্তিতে কৃত হইবে এরূপ কোনও প্রতিবেদন অথবা ঐরূপ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে গৃহীত হইবে এরূপ কোনও ব্যবস্থাগ্রহণ বা কার্যবাহের উদ্দেশ্যে; অথবা

(খ) দি অফিসিয়াল সিক্রেট্‌স্ অ্যাক্ট, ১৯২৩ অনুযায়ী কোনও অপরাধের জন্য কোনও কার্যবাহসমূহ অথবা ভারতীয় দণ্ড সংহিতা, ১৮৬০ অনুযায়ী মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রমাণ দেওয়ার বা মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রমাণ বানানোর কোনও অপরাধ অথবা এই আইনের ১৪ ধারা অনুযায়ী কোন অপরাধের কোনও বিচার অথবা ১৭ ধারা অনুযায়ী কোনও কার্যবাহসমূহের উদ্দেশ্যে; অথবা

১৯২৩-এর ১৯।
১৮৬০-এর ৪৫।

(গ) যেরূপ বিহিত হইবে, সেরূপ অন্য উদ্দেশ্যে কোনও তথ্য বা বিশেষ বিবরণের প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে না।

(৩) যেক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের অভিমতে কোনও দস্তাবেজ বা তথ্য অথবা যেকোন শ্রেণীর বা প্রবর্গের দস্তাবেজসমূহের প্রকাশ জনস্বার্থে অনিষ্টকর হইবে, সেরূপ ক্ষেত্রে, যেরূপ এতৎপক্ষে বিহিত হইবে, সেরূপ আধিকারিক বা প্রাধিকারী লোকায়ুক্তকে, ক্ষেত্রানুযায়ী তথ্যের কোন দস্তাবেজ অথবা যেকোন শ্রেণীর বা প্রবর্গের দস্তাবেজসমূহ সম্পর্কে বিনির্দিষ্ট থাকিবে এরূপ কোনও লিখিত নোটিস দিতে পারিবেন; এবং যেক্ষেত্রে ঐরূপ নোটিস প্রদত্ত হয়, সেক্ষেত্রে লোকায়ুক্ত, লিখিতভাবে কারণসমূহ অভিলিখিত করিয়া ঐরূপ দস্তাবেজ বা তথ্য অথবা ঐরূপ শ্রেণীর বা প্রবর্গের দস্তাবেজসমূহের প্রকাশ জনস্বার্থে জড়িত কিনা, তাহার মীমাংসা করিতে পারিবেন। ঐরূপে বিনির্দিষ্ট কোনও দস্তাবেজ বা তথ্য অথবা যেকোন শ্রেণীর বা প্রবর্গের দস্তাবেজসমূহের প্রকাশ জনস্বার্থে জড়িত হইবার ক্ষেত্রে, ক্ষেত্রানুযায়ী লোকায়ুক্ত অথবা তাঁহার যেকোন আধিকারিক বা অন্য কর্মচারিগণ ঐরূপ কোনও দস্তাবেজ বা তথ্য অথবা ঐরূপ শ্রেণীর বা প্রবর্গের দস্তাবেজসমূহ সম্পর্কে কোনও ব্যক্তিকে সংজ্ঞাপন করিবেন না।

লোকায়ুক্তকে অভিপ্রায়মূলক অপমান বা বিঘ্ন অথবা কুখ্যাতিকরণ।

১৭। (১) এই আইন অনুযায়ী লোকায়ুক্ত কোনও তদন্ত করিবারকালে যেকেহ সাভিপ্রায়ে লোকায়ুক্তকে অপমান করিবেন বা তাঁহার তদন্তে বিঘ্ন ঘটাইবেন, তিনি, দোষসিদ্ধির পর, ছয়মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ বিনাশ্রম কারাবাসে অথবা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় অথবা উভয়থা দণ্ডনীয় হইবেন। ২০০৭-এর পশ্চিমবঙ্গ ১৫ আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(২) যেকেহ, কথ্য ভাষায় বা পঠিত হইবার জন্য অভিপ্রেত কোন ভাষায় কোনও বিবৃতি দিবেন বা প্রকাশ করিবেন অথবা অন্য কোন কার্য করিবেন, যাহা লোকায়ুক্তকে কুখ্যাত করিয়া তোলে, তিনি দোষসিদ্ধির পর ছয়মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় অথবা উভয়থা দণ্ডনীয় হইবেন।

(৩) এই ধারার (১) উপধারা বা (২) উপধারা অনুযায়ী কোন অপরাধ সম্পর্কে কোন অভিযোগ, লোকায়ুক্তের বিরুদ্ধে কোন অপরাধের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের নিকট হইতে পূর্বমঞ্জুরিসহ ব্যতীত, সরকারী অভিযোক্তা কর্তৃক কৃত হইবে না এরূপ সংপরিবর্তন সাপেক্ষে, ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯৭৩ (অতঃপর উক্ত সংহিতারূপে এই উপধারায় উল্লিখিত)-এর ১৯৯ ধারার বিধানাবলী এই ধারার উক্ত (১) উপধারা বা (২) উপধারা অনুযায়ী কোন অপরাধ ১৯৭৪-এর ২। সম্পর্কে প্রযুক্ত হইবে, যেরূপ উহারা উক্ত সংহিতার ১৯৯ ধারার (১) উপধারায় উল্লিখিত কোন পদ সম্পর্কে প্রযুক্ত হয়।

(৪) আদালত অবমাননা আইন, ১৯৭১-এর কোনও বিধানাবলীর অবমাননা সম্পর্কে কোন হাইকোর্টের যেরূপ ক্ষেত্রাধিকার, ক্ষমতা ও প্রাধিকার আছে এবং উহা প্রয়োগ করিতে পারেন, ঐরূপ অবমাননা সম্পর্কে অনুরূপ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি অনুসারে লোকায়ুক্তের একই ক্ষেত্রাধিকার, ক্ষমতা ও প্রাধিকার থাকিবে এবং উহা প্রয়োগ করিতে পারিবেন এবং এই উদ্দেশ্যে আদালত অবমাননা আইন, ১৯৭১-এর বিধানাবলীর, উহাতে হাইকোর্টের যেকোন উল্লেখ ১৯৭১-এর ৭০। ক্ষেত্রানুযায়ী লোকায়ুক্তের কোন উল্লেখ বলিয়া অর্থান্বয়িত হইবে এরূপ সংপরিবর্তন সাপেক্ষে, কার্যকারিতা থাকিবে।

সরল বিশ্বাসে গৃহীত ব্যবস্থার সুরক্ষা।

১৮। (১) এই আইন অনুযায়ী সরল বিশ্বাসে কৃত বা কৃত হইবার জন্য অভিপ্রেত কোনকিছু সম্পর্কে লোকায়ুক্ত অথবা কোনও আধিকারিক, কর্মচারী, তদন্তকারী এজেন্সি অথবা ১৪ ধারায় উল্লিখিত অন্য ব্যক্তি বা এজেন্সির বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা, অভিযুক্তি বা অন্য বৈধিক কার্যবাহ চলিবে না।

(২) লোকায়ুক্তের কোন কার্যবাহ কেবলমাত্র তাঁহার নিযুক্তিতে কোনও ত্রুটি বা দৌর্বল্যের কারণে অসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

(৩) লোকায়ুক্তের কোন কার্যবাহ, সিদ্ধান্ত, নির্ণয় বা সুপারিশ কোনও আদালত বা ট্রাইব্যুনালে চ্যালেঞ্জ, পুনর্বিলোকিত, রহিত বা প্রশ্ন উত্থাপিত হইবার দায়িতাধীন হইবে না।

লোকায়ুক্ত নিযুক্তির শর্তাবলী।

১৯। লোকায়ুক্ত যেরূপ বিহিত হইবে, সেরূপ ভাতাসমূহ ও বিশেষাধিকার এবং নিযুক্তির অন্যান্য শর্তসমূহের অধিকারী হইবেন।

লোকায়ুক্তের উপর অতিরিক্ত কৃত্যসমূহ অর্পণ।

২০। (১) রাজ্য সরকার, লিখিত আদেশ দ্বারা, যেরূপ আদেশে বিনির্দিষ্ট হইবে, সেরূপ শর্তাবলী ও পরিসীমার সাপেক্ষে, যেকোন অভিকথন (যে অভিকথন সম্পর্কে কোন অভিযোগ এই আইন অনুযায়ী লোকায়ুক্তের নিকট কৃত হইতে পারে, তাহা) তদন্ত করিবার জন্য লোকায়ুক্তকে অনুজ্ঞাত করিতে পারিবেন এবং এই আইনে যাহা কিছু অন্তর্ভূত আছে তৎসত্ত্বেও, লোকায়ুক্ত, ক্ষেত্রানুযায়ী ঐরূপ আদেশ পালন করিবেন।

২০০৭-এর পশ্চিমবঙ্গ ১৫ আইন এবং ২০১৮-র ১৪ আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী লোকায়ুক্তের উপর যখন কোনও অতিরিক্ত কৃত্যসমূহ অর্পিত হয়, তখন ক্ষেত্রানুযায়ী লোকায়ুক্ত যেরূপ কোন অভিকথন জড়িতকারী কোন অভিযোগের ভিত্তিতে কোনও তদন্তের ক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন ও কৃত্যসমূহ সম্পাদন করেন, সেরূপে তিনি একই ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন ও কৃত্যসমূহ সম্পাদন করিবেন এবং তদনুসারে এই আইনের বিধানাবলী প্রযুক্ত হইবে।

রাজ্য সরকারের নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা।

২১। (১) রাজ্য সরকার, লোকায়ুক্তের সহিত পরামর্শক্রমে, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) বিশেষতঃ এবং পূর্বগামী ক্ষমতার ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, ঐরূপ নিয়মাবলী নিম্নলিখিত সকল বা যেকোন বিষয়সমূহের ব্যবস্থা করিতে পারিবে ঃ

(ক) ২০০৭-এর পশ্চিমবঙ্গ ১৪ আইন দ্বারা বাদ দেওয়া হইয়াছে;

(খ) যে বিষয়সমূহ সম্পর্কে লোকায়ুক্তের, ১১ ধারার (২) উপধারার (চ) প্রকরণ অনুযায়ী কোন দেওয়ানী আদালতের অনুরূপ ক্ষমতাসমূহ থাকিবে, তাহা;

(গ) ১৬ ধারার (২) উপধারার (গ) প্রকরণ অনুযায়ী কোনও তথ্য বা সাক্ষ্যপ্রমাণের প্রকাশ সম্পর্কে অন্য উদ্দেশ্যসমূহ এবং উহার (৩) উপধারার উদ্দেশ্যে আধিকারিক বা প্রাধিকারী;

(ঘ) অন্য যেকোন বিষয় যাহা বিহিত হইবার জন্য অনুজ্ঞাত হয় বা বিহিত হইতে পারে।

(৩) এই ধারা অনুযায়ী প্রণীত প্রত্যেক নিয়ম, প্রণীত হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র, রাজ্য বিধানমণ্ডলের সমক্ষে, উহার সত্র চলিতে থাকাকালে, মোট ত্রিশ দিন সময়সীমার জন্য স্থাপিত হইবে, যে সময়সীমা এক সত্রের অথবা আনুক্রমিক দুই বা ততোধিক সত্রের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, এবং যদি, যে সত্রে উহা ঐরূপে স্থাপিত হয় পূর্বোক্ত সেই আনুক্রমিক সত্রের অব্যবহিত পরবর্তী সত্রের অবসানের পূর্বে রাজ্য বিধানমণ্ডল ঐ নিয়মে কোন সংপরিবর্তন করিতে একমত হন, অথবা রাজ্য বিধানমণ্ডল একমত হন যে, ঐ নিয়ম প্রণীত হওয়া উচিত নহে, তাহা হইলে, তৎপরে ঐ নিয়ম ক্ষেত্রানুযায়ী কেবল ঐরূপ সংপরিবর্তিত আকারে কার্যকর হইবে বা আদৌ কার্যকর হইবে না, তবে এরূপে যে, ঐরূপ কোন সংপরিবর্তন বা রদকরণ ঐ নিয়ম অনুযায়ী পূর্বে কৃত্য কোন কিছুরই সিদ্ধতা ক্ষুণ্ণ করিবে না।

লোকায়ুক্তের প্রনিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা।

২২। (১) লোকায়ুক্ত, রাজ্য সরকাররের অনুমোদনক্রমে, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি যেরূপ প্রয়োজন গণ্য করিবেন, সেরূপ প্রনিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) বিশেষতঃ এবং পূর্বগামী ক্ষমতার ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, ঐরূপ প্রনিয়মাবলী নিম্নলিখিত সকল বা যেকোন বিষয়সমূহের ব্যবস্থা করিতে পারিবে, যথা ঃ

(ক) লোকায়ুক্তের কার্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যসময় এবং কার্যালয়ে স্বাভাবিক কার্যসময়ের বাহিরেও লোকায়ুক্ত ও উপ-লোকায়ুক্ত বসানো;

(খ) লোকায়ুক্ত গতানুগতিক স্থানে বসানো ব্যতীত অন্য স্থানসমূহে উহা বসানো;

(গ) অনুসন্ধান ও তদন্তসমেত কার্যবাহসমূহ চালনা করিবার জন্য লোকায়ুক্ত কর্তৃক অনুসৃত হইতে পারে এরূপ প্রক্রিয়া;

(ঘ) অভিযোগসমূহ যে ফরমে কৃত হইবে তাহা, যে ঘোষণাপত্র ঐরূপ অভিযোগসমূহের সহিত সহগমিত হইতে পারে তাহা এবং তৎসম্পর্কে প্রভাবিত হইতে পারে এরূপ ফীসমূহ, কিছু থাকিলে;

(ঙ) লোকায়ুক্তের অভিমতে, অনুসন্ধান ও তদন্তকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য যেরূপ প্রয়োজন হইতে পারে, সেরূপ ফরম ও নোটিসসমূহ।

সন্দেহসমূহের দূরীকরণ।

২৩। যদি এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনও অসুবিধা উদ্ভূত হয়, তাহা হইলে রাজ্য সরকার, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত অ-সমঞ্জস নহে এরূপ, আদেশ দ্বারা, ঐ অসুবিধা দূর করিতে পারিবেন;

তবে, ঐরূপ কোনও আদেশ, সরকারী গেজেটে এই আইন প্রকাশনের তারিখ হইতে দুই বৎসর সময়সীমা অবসানের পর, প্রদান করা যাইবে না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে বিধি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত এবং সরস্বতী প্রেস লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি উদ্যোগ), কলকাতা-৭০০০৫৬-এ মুদ্রিত।

SPL-2024–20–LAW/535L(13)